যুগান্তর

10 NOV 2008

খুঁড়িয়ে চলছে দেশের একমাত্র হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা বোর্ড

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক রেজিস্ট্রার পরিদর্শক কেউ নেই

মুসতাক আহমদ

দেশের ডিপ্লোমা হোমিও চিকিৎসা শিক্ষা দেখভালকারী একমাত্র সরকারি সংস্থা 'বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড' অকার্যকর হয়ে পড়েছে। ৪০ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন তদারককারী প্রতিষ্ঠানে চলছে অচলাবস্থা। প্রায় দুই বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, রেজিস্ট্রার এবং কলেজ পরিদর্শক নেই। নেই কোন কর্মকর্তাও। শুধু তাই নয়, পূর্ণাঙ্গ বোর্ড ছাড়াই উল্লিখিত সময়টি পার হয়েছে। হাতেগোনা কয়েকজন কর্মচারী দিয়ে খুঁড়িয়ে চলছে বোর্ডটি। এর ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাবের শিকার হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, মূলত দেশের শাসন ক্ষমতায় পালাবদলের কারণে উল্লিখিত পদগুলো পূরণ হয়নি। এর পেছনে মন্ত্রণালয় এবং প্রভাবশালী ও স্বার্থান্বেষী কিছু ডাক্তারের যোগসাজশ রয়েছে। অভিযোগ করা হয়, বোর্ড হিসেবে বিভিন্ন কলেজের অনুমোদন, পরিদর্শন, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশসহ বিভিন্ন কাজে রয়েছে রাশি রাশি টাকার খেলা। তাই বোর্ড যার কব্জায় থাকছে, তার পকেটেই যাচ্ছে বেওয়ারিশ টাকা। তাই বোর্ডটি নিয়ে চলছে দখল-পাল্টা দখলের প্রতিযোগিতা। ১৯৮৩ সালে এক অধ্যাদেশে হোমিওপ্যাথি বোর্ড গঠন করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশে ডিপ্লোমা হোমিওপ্যাথি শিক্ষার বিস্তার ঘটতে থাকে। মাত্র ৪/৫টি কলেজ থেকে বর্তমানে ৪৮টি কলেজে বোর্ড : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

বোর্ড : হোমিওপ্যাথি

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সারাদেশে প্রায় ৪০ হাজার শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছেন। বোর্ডের কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধার লক্ষ্যে নিয়মিত ডাক্তার কিংবা হোমিও শিক্ষকতার সঙ্গে জড়িতদের চেয়ারম্যান নিয়োগের কথা। বোর্ড যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে সেজন্য দুটি ক্যাটাগরিতে ১৫ জন সদস্যও নিয়োগের বিধান রয়েছে। কিন্তু যেভাবে হওয়ার কথা তার কোনটাই হচ্ছে না বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

সর্বশেষ বোর্ডটির মেয়াদ শেষ হয় ২০০৬ সালের ১৯ অক্টোবর। তখনই থেকেই বোর্ডের রেজিস্ট্রার ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং কলেজ পরিদর্শকের পদ শূন্য হয়ে যায়। এরপর থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবুল কালাম আজাদ চেয়ারম্যান এবং সিনিয়র সহকারী সচিব শফিকুর রহমান একইসঙ্গে দুটি পদ অর্থাৎ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু বিগত দুই বছর ধরে দুজন আমলা উল্লিখিত দায়িত্ব পালন করায় সার্বিক কাজে নেমে আসে স্থবিরতা। কলেজ পরিদর্শক না থাকায় কলেজগুলোও চলে লাগামহীনভাবে। ফলে কলেজে পরীক্ষাকালে নকলের মহোৎসবের পাশাপাশি কোন প্রতিষ্ঠান কি পড়ালো, তার জবাবদিহিতা নেয়ার কেউই নেই। তারপরও একই অতিরিক্ত সচিবকে চেয়ারম্যান এবং অন্যজনকে রেজিস্ট্রার করে গত ৪ নভেম্বর নতুন বোর্ড গঠন করা হয়। সংশ্লিষ্টরা নতুন বোর্ড গঠনকে স্বাগত জানালেও তারা বোর্ড সদস্য মনোনয়নে অনিয়ম এবং আমলাদের একই পদে বহাল থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশ হোমিও পেশাজীবী সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম বলেন, বোর্ডটি আইন লংঘন করে অবৈধভাবে গঠন করা হয়েছে। আমলা নিয়োগে তাদের আপত্তি রয়েছে। কেননা, তিনি ঠিকমতো সময় দিতে পারবেন না। বোর্ডের কাজে ছুটে যেতে হয় মন্ত্রণালয়ে। আর সদস্য নিয়োগের ব্যাপারে বিভাগ প্রতিনিধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের স্থায়ী প্রতিনিধি হতে হবে। কিন্তু ঢাকা বিভাগের সদস্য করা হয়েছে ডা. আবদুর রহমানকে। তার বাড়ি বরিশালে। তাছাড়া তিনি শিক্ষাজীবনে (হোমিও পরীক্ষায়) নকলের দায়ে একবার চার বছরের জন্য বহিষ্কৃত হয়েছেন। রাজশাহীর সদস্য ডা. এএনএম রেজাউর রহীমের বাড়ি ঢাকায়। তারা এই বোর্ডের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে নামছেন বলে জানান ডা. নজরুল ইসলাম।

গত ৪ নভেম্বর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনে গঠিত ১৬ সদস্যের কমিটিতে ৬ জন শিক্ষক প্রতিনিধিসহ ৬ জন বিভাগীয় চিকিৎসক প্রতিনিধি রয়েছেন। কিন্তু ৬ বিভাগীয় প্রতিনিধির অধিকাংশই ঢাকায় থাকেন।